যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৫ এএম

শিক্ষাঙ্গন

সেশন জট থেকে মুক্তি পাবে শিক্ষার্থীরা: জবি উপাচার্য

জবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৫ পিএম

ছবি: যুগান্তর

গত শিক্ষাবর্ষের তুলনায় এবার পাঠদান কার্যক্রম ৪ মাস আগে শুরু করায় শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে সেশন জট থেকে মুক্তি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।

তিনি বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সর্বপ্রথম পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতে অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে সহায়ক হবে এবং শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে সেশনজট থেকে মুক্তি পাবে।

সোমবার (১১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ একাডেমিক ভবনের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের ২১৫ নম্বর কক্ষে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (২০ তম ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

ছাত্র সংসদের দাবিতে অনশনে মাভাবিপ্রবির শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে একাডেমিক জীবনের গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আগামীতে সুন্দর একাডেমিক পরিবেশে তোমরা মেধা চর্চা করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কেবল ডিগ্রি বা সনদ অর্জনের লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাদের বক্তব্য ও চিন্তাধারার প্রকাশে শালীনতা ও মাধুর্য থাকতে হবে। সমালোচনার ভাষাও হতে হবে পরিমিত ও ভদ্র, কেননা পুরো দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ ও বক্তব্য লক্ষ্য করে।

অনুষ্ঠানে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মিরাজ হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোশাররাফ হোসেন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া এবং মেন্টরসের পরিচালক ও সিইও অনিন্দ্য চৌধুরীসহ বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।